R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
সকলকে ভালো, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সবার সেরা
কালি, গাম, প্যাড ইঙ্ক
প্যারাগন কালি
প্যারাফিক্স, প্যাড ইঙ্ক
শ্যামনগর
২৪-পরগণা

৭১শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১৬ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩৯১ সাল ৩০শে মে, ১৯৮৪ সাল। | রূপদ মূল্য : ২৫ পয়সা বার্ষিক ১২৲, ষডাক ১৪৲

পঞ্চাশ শতাধিক আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় ডিপটিউবওয়েল

কৃষি সংবাদদাতা : আদিবাসী এলাকায় কোন মৌজায় মোট জনসংখ্যার পঞ্চাশ শতাধিক আদিবাসী চাষীর বসবাস থাকলে সেই মৌজায় ডিপটিউবওয়েল বসানো হবে। ২৮মে সাগরদীঘি ব্লকের চাঁদপাড়ায় অনুষ্ঠিত এক দিনের কৃষক প্রশিক্ষণ শিবিরে এই কথা বলেন মুর্শিদাবাদ জেলা আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থার ডিষ্ট্রিক ম্যানেজার পরেশনাথ কুণ্ডু।

আদিবাসী কৃষক অধ্যুষিত এলাকায় বছরে তিনটি বা চারটি ফসল উৎপাদন সংক্রান্ত একদিনের এই প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয় সাগরদীঘি কৃষি উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে। প্রধান অতিথির ভাষণে জেলা মুখ্য কৃষি আধিকারিক শিবদাস চট্টোপাধ্যায় অনুন্নত এই এলাকায় সেচের উপর গুরুত্ব দিয়ে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের আওতায় চাঁদপাড়া এলাকাকে আনা যায় কিনা সে বিষয়ে বিবেচনার আশ্বাস দেন। এ বছর জেলায় ১'২০ লক্ষ একর জমিতে রেকর্ড পরিমাণে বোরো চাষের উল্লেখ করে তিনি চাষীদের উচ্চ ফলনশীল ফসল ফলানোয় উদ্বুদ্ধ করেন। সাগরদীঘি সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক নন্দদুলাল ভকত উপযুক্ত আবেদনের ভিত্তিতে এই এলাকার হাজা-মজা পুকুর সংস্কার করার প্রতিশ্রুতি দেন সেচ এবং মাছ চাষের সুবিধার জন্য। সভার শুরুতে সাঁওতালী ভাষায় বক্তব্য রাখেন সাগরদীঘি কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক নজরুল ইসলাম। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা কৃষি তথ্য আধিকারিক দিনেন্দুশেখর পাল, জঙ্গিপুর মহকুমা কৃষি আধিকারিক অমলকুমার ব্রজবাসী, এস এম এস থ্রি বীরেন মল্লিক প্রমুখ। একান্নজন আদিবাসী কৃষক শিবিরে অংশগ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন।

২৩ মে ছামুগ্রামে সাধারণ কৃষকদের জন্য অনুষ্ঠিত অনুরূপ একটি কৃষক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন বক্তা এবং কৃষি বিশেষজ্ঞ সেই সভায় বক্তব্য রাখেন।

ম্যাজিস্ট্রেটকে গালিগালাজ আদালতে চাঞ্চল্য

আদালতের সংবাদদাতা : চার জন নকশালপন্থী যুবকের ক্রমাগত শ্লোগান, চীৎকার-চেচামেচি ও এস ডি জে এম কে লক্ষ করে গালিগালাজের ঘটনায় সোমবার জঙ্গিপুর আদালতে এক নাটকীয় চমকের সৃষ্টি হয়। ওই দিন ঐ ৪ যুবককে সশস্ত্র পুলিশ পাহারায় আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে জঙ্গিপুর আদালতের সাবডিভিসনাল জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট পি কে মজুমদারের এজলাসে হাজির করা হয়। কোর্ট লকআপে বন্দী যুবকেরা প্রথমে সম্মিলিতভাবে মাননীয় বিচারকের কাছে তাঁদেরকে এই আদালতে হাজিরের কারণ এবং এ সম্পর্কিত মামলার বিবরণ জানতে চান। কিন্তু বিচারক শ্রীমজুমদার তাঁদের জিজ্ঞাসার কোনো জবাব দেন না। ফলে যুবকেরা উত্তেজিত হয়ে উঠেন এবং বিচারপতিকে উদ্দেশ্য করে গালিগালাজ শুরু করেন। উপস্থিত সকলেই এই ঘটনায় হকচকিয়ে যান। এই অবস্থায় শ্রীমজুমদার তাঁর এজলাস ছেড়ে চলে যান। ধৃত যুবকেরা তখন উচ্চ গ্রামে নকশালী শ্লোগান দিতে শুরু করেন। তাঁরা ইন্দিরা গান্ধী ও জ্যোতি বসু অনুসৃত ভারতীয় সংবিধানের বিরুদ্ধেও ধ্বনি দেন। পরে অবশ্য তাদেরকে কোর্ট লকআপ থেকে পুলিশ ভ্যানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

মুনসেফের হেনস্থা : ওই দিনই বিকেলে জঙ্গিপুর আদালতের (৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

'স্বামীকে কোতল করে স্ত্রীকে নিকা করতে চেয়েছিল খুনী ভাসুর'

বিশেষ সংবাদদাতা : স্বামী টুলুকে কোতল করে যুবতী স্ত্রী রাবেয়াকে নিকা (বিয়ে) করতে চেয়েছিল তার ভাসুর ফড়িং সেখ। সেই সঙ্গে দিতে চেয়েছিল কিছু টাকা এবং জমি। রঘুনাথগঞ্জ পুলিশের কাছে রাবেয়া বিবির স্বীকারোক্তি থেকে এ কথা জানা গেছে। রঘুনাথগঞ্জ থানার খিদিরপুরের টুলু তাঁর স্ত্রী রাবেয়া, দাদা ফড়িং এবং ভাবীর সঙ্গে ২১ মে রঘুনাথগঞ্জ তুলসীবাড়ীর মেলা দেখতে এসে নিখোঁজ হয়। ৪ দিন পর টুলুর ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ মামুদপুর গ্রামের কাছে গঙ্গায় ভেসে ওঠে। পুলিশ এ ব্যাপারে টুলুর স্ত্রী রাবেয়া এবং সাকিম সেখ নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। প্রাথমিক ভাবে পুলিশের সন্দেহ হয়, এই পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে স্ত্রী রাবেয়াও জড়িত। কিন্তু পরে জিজ্ঞাসাবাদ ও তদন্তে পুলিশের ধারণা বদলায়। রাবেয়া পুলিশের কাছে যে বিবৃতি দিয়েছে তা থেকে জানা যায়, ঘটনার দিন রাত্রিতে রাবেয়া এবং তাঁর মা'কে মেলায় বসিয়ে 'এই আসছি' বলে ফড়িং টুলুকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গার ধারে যায়। বেশ কিছুক্ষণ পর মেলায় ফিরে আসে ফড়িং একাই। রাবেয়াকে সে জানায় তাঁর স্বামী টুলুকে কেটে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেওয়ার কথা। সেই সঙ্গে তাকে (রাবেয়াকে) ফড়িং নিকা করারও আশ্বাস দেয়। প্রতিশ্রুতি দেয় কিছু জমি ও টাকা-পয়সা দেওয়ার। রাবেয়াকে ভয়ও দেখানো হয়। এরপর খিদিরপুরে নিজের বাড়ি নিয়ে গিয়ে ফড়িং রাবেয়াকে কার্যতঃ গৃহবন্দী করে রাখে। পুলিশ ঘটনাটি প্রথম জানতে পারে টুলুর এক আত্মীয়ের কাছ থেকে। জানা যায়, ঘটনার ৪ দিন পর যখন টুলুর দেহটি মামুদপুর গ্রামে গঙ্গার পাড়ে গিয়ে ঠেকে তখন ফড়িং খবর পেয়ে ওই মৃতদেহটি একটি বাঁশ (৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

অনুদানে বঞ্চিত জঙ্গিপুরের লোকশিল্পীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমার ৭টি ব্লকে কোনো দুঃস্থ লোকশিল্পীর খবর রাজ্য সরকার বা জেলা প্রশাসনের কাছে নেই। বুধবার (আজ) তাই বহরমপুর রবীন্দ্রভবনে এক অনুষ্ঠানে মুর্শিদাবাদ জেলার যে ১০ জন লোকশিল্পীকে সরকারী অনুদান দেওয়া হয়েছে তাঁদের মধ্যে জঙ্গিপুরের কোনো শিল্পীর নাম ছিল না। জেলা তথ্য আধিকারিক গোপীনাথ মণ্ডল জানান, জঙ্গিপুরের কোনো লোকশিল্পী অনুদানের জন্য আবেদন করেননি। তাই ওই মহকুমার কাউকে সরকারী অনুদান দেওয়া হয়নি। (৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

পুরকর নিয়ে হাইকোর্টে চোরাকারবারীদের মামলা

নিজস্ব সংবাদদাতা : পুর কর বাড়িয়ে কয়েকমাস আগে জঙ্গিপুর পুরসভা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তার বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। বিচারপতি সুহাসচন্দ্র সেন এ ব্যাপারে পুরসভাকে 'এফিডেবিট' দাখিলের জন্য ৩ সপ্তাহ সময় দিয়েছেন। এবং এ নিয়ে শুনানীর দিন ধার্য্য করেছেন। এই মামলাটি এনেছেন দেবরঞ্জন ঘোষাল সহ ১৮ জন পুর বাসিন্দা। তাঁদের অভিযোগ, জঙ্গিপুর পুরসভার এই কর সংশোধনের সিদ্ধান্ত আইনানুগ নয়। পুর কর নিয়ে কান্দী, কৃষ্ণনগর, শ্রীরামপুর পুরসভার বিরুদ্ধেও হাইকোর্টে অনুরূপ মামলা চলছে বলে জানা গেছে।

স্বর্গরাজ্য প্রশাসন চুপচাপ

ধুলিয়ান : গত ১৭ মে বি এস এফ বাহিনী হানা দিয়ে এখান থেকে বেশ কিছু বিদেশী কাপড় উদ্ধার করে। উদ্ধারকৃত সামগ্রী নিয়ে গাড়ী ছাড়লে কিছু লোক গাড়ীর উপর আক্রমণ চালায়। এর কিছুক্ষণ পরেই কৃষ্ণনগর থেকে কাসটমস্-এর এক বিরাট দল এসে আরসাদ আলি ও দরবারী বিশ্বাসের বিদেশী মালের আড়তে হানা দিয়ে প্রচুর টাকার মাল আটক করে। সেখানেও কাসটমস্ অফিসারদের লক্ষ করে ইট-পাটকেল ছোড়া হয়। বেগতিক দেখে তাঁরা সামসেরগঞ্জ থানায় আশ্রয় নেন। (৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৬ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩৯১ সাল

ট্রাডিশন চলিতেছে

রঘুনাথগঞ্জ হইতে বিভিন্ন রুটে প্রতিদিন চলাচলকারী বাসগুলির 'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই' অবস্থা আজ যাত্রীসাধারণের দুশ্চিন্তার কারণ হইয়া পড়িয়াছে। পথের মাঝে ষ্টপেজগুলি হইতে বাসে উঠিবার সম্ভাবনা থাকে না। ভিতরে ঠাসাঠাসি, ছাদে লোক গিজগিজ, পিছনে-পার্শ্বে বাদুরঝোলা মানুষ। অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও বৃদ্ধেরা বেপাত্তা হইয়া যান। বাসবন্দী মানুষের চাপে তাঁহারা ঝুঁকি লইতে সাহস পান না। সবচেয়ে সঙ্গীন অবস্থা সাগরদীঘি ও মুরারই রুটের যাত্রীদের। যে কয়েকখানি বাস এই দুই রুটে চলে, যে কোনও দিন তাহাদের প্রত্যক্ষ করিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। লোকধারণ ক্ষমতা বিপদসীমা অতিক্রম করিলেও তাহাদের রেহাই নাই। যাত্রীদের দাবী—'নিতে হবে, 'না' শুনছি না'। মালিকেরা হয়ত ভাবেন—'লক্ষ্মী কি ঠেলে ফেলতে হয়?' মূকজড়যন্ত্র প্রতিবাদ জানে না। কন্‌ডাক্টর পিছনের দরজা হইতে বজ্রনির্ঘোষ ছাড়েন—'সামনে এগিয়ে যান দাদা' দরজার মুখব্যাদান অব্যাহত রাখিতে যাত্রীপিণ্ডকে হাত দিয়া ঠেলিবার 'কোশিস্' চালান। নরপ্রাচীরে তাহা সম্ভব হয় না। সামনে পিছনে বামে ডাইনে এবং উপর হইতে দুই কাঁধের উপর এমন মানবিক চাপ যে, দুই তিন দিন স্থায়ী গাত্রবেদনা বাসে চাপিবার স্মৃতি বহন করে। বেগবিজ্ঞানের যুগে সকলেই ত্বরণপ্রাপ্ত। কাহাকে বাদ দিবেন? 'মালের জন্য কোম্পানী দায়ী নহে' বাস কর্তৃপক্ষের প্রকাশ্য এই ঘোষণার অন্তরালে 'ছাদে-বসা ও পিছনে পার্শ্বে ঝুলন্ত যাত্রীদের বিপদ ঘটিলে কোম্পানী দায়ী নহে'—অলিখিত এই সতর্কীকরণ সত্ত্বেও জান কবুল করিয়া মানুষ বাসে চাপিতেছে ওই একই ত্বরণের কারণে। নিতান্ত অপারগদের দীনতারণ রিক্সাওয়ালা বেমক্কা ভাড়া আদায়ের মরশুম পাইতেছে। ইতোপূর্বে দুর্ঘটনাও ঘটিয়াছে, যাত্রীবোঝায় বাস নালায় পড়িয়া বহু মানুষ হতাহত হওয়ার শেষ ঘটনাটি ঘটিয়াছে মুরারই রুটে দেড়মাস কাল পূর্বে। ছাদ হইতে পড়িয়া মৃত্যুর ঘটনাও ঘটিয়াছে বহুবার। নাকি নিষেধাজ্ঞা ছিল ছাদে বা পিছনে ঝুলিয়া যাওয়ার ব্যাপারে। কিন্তু তাহা বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে।

এমত অবস্থায় এই রুটের যাত্রীসাধারণের অসুবিধা ও দুর্দশার কথা চিন্তা করিতে রিজিওনাল ট্রান্সপোর্ট অথরিটি ও সংশ্লিষ্ট বিভাগকে অনুরোধ করিতেছি এই রুটগুলিতে বাসের সংখ্যা বাড়ান হউক, অথবা প্রতি বাসের ট্রিপসংখ্যা বাড়ান হউক। তাহার ফলে যাত্রীর চাপ কমিবে; বাসমালিকদের ব্যবসায় ফেল করিবে না; সাধারণ মানুষ স্বস্তি লইয়া চলাফেরা করিতে পারিবেন।

॥ ভিন্ন চোখে ॥

'রাগ করে কখনো ভাবি, বাংলা দেশে জন্ম না নেওয়াই উচিত ছিল রবীন্দ্রনাথের; তবু মনে হয়, বাঙালী না হলে এমন শ্যামল আষাঢ়কে কোথায় দেখতে পেতেন তিনি, কোথা থেকে তাঁর কাছে আসত সজল সন্ধ্যার কেতকী গন্ধ, কেমন করে দেখতেন সন্ধ্যার নদীর উপর চলন্ত নৌকার কাঁপন লাগা আলোর ঝলক, কোথায় দেখতেন পদ্মার চরে বনঝাউয়ের মাথার উপর শুকতারাটি—কী করে তাঁর চোখে পড়ত কাঁঠালীচাঁপার গন্ধে ভরা চৈত্রের দুপুরে একটি রাখাল ছেলে পুরানো বটের ছায়ায় বসে বাঁশি বাজাচ্ছে?

(নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়)

তাই সুরের কবি, সাধক-প্রেমিক বাউল কবি সত্য, শিব, সুন্দরের আলোয় প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে ধরায় আসেন। তিনি আসেন আমাদের ভক্তি আর ভালোবাসার অর্ঘ্য নিতে। তিনি আসেন গীতাঞ্জলির আলো হয়ে আমাদের অন্ধকারে পথ দেখাতে। তিনি ছিলেন মানব দরদী কবি। কৃষাণ, মজুর—এসমস্ত সাধারণ শ্রেণীর মানুষের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল অপরিসীম। তাই তিনি আগামী দিনের কবিদের সম্বন্ধে বলেছেন অবহেলিত, শোষিত সাধারণ মানুষদের জীবনের শরিক হতে না পারলে তাদের কথাকে নির্ভুলভাবে কাব্যে রূপ দেওয়া যায় না। কারণ প্রকৃত গণসাহিত্য হল: 'Reflection of human mind with all its problems' অর্থাৎ সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আশা নিরাশায় ভরা মানবজীবনের ইতিবৃত্তের নাম গণসাহিত্য। জীবনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রেখে কল্পনার জাল বুনে যে সাহিত্য সৃষ্টি হয় তা হল বিকৃত গণসাহিত্য। তাই কবির সাবধানবাণী: 'সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি ভালো নয়, ভালো নয় নকল সে সৌখিন মজদুরি।'

একই মঞ্চে আমরা আর এক মানবদরদী, সুন্দরের পূজারী ও সাম্যবাদী কবিকে স্মরণ করে থাকি। তাঁর কণ্ঠে সাম্যের গান। তাঁর কাছে মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই। তাঁর বিদ্রোহ অসাম্য শোষণ ও দারিদ্রের বিরুদ্ধে। তিনি ছিলেন মহাপ্রলয়ের নটরাজ। অন্যায়-অবিচার—শোষণ সবকিছু ভেঙ্গে চুরমার করতে চেয়েছিলেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ভাষায়—'বাংলা ভাষায় তিনি এক সে—উল্কা, তুফান, ফুল।' বাংলা ভাষা ও বাঙালীর মধ্যে যতদিন সংগ্রাম, সাধনা, সত্য-শিব-সুন্দর ও প্রেমের আরাধনা থাকবে, ততদিন বিদ্রোহী কবি থাকবেন।

আজ সারা ভারতবর্ষ বিচ্ছিন্নতাবাদ, উগ্র সাম্প্রদায়িকতার ব্যাধিতে আক্রান্ত। যুদ্ধের ছায়া বিশ্বের মাটিতে। গণতন্ত্র জাতীয় সংহতি বিপন্ন। এই দুই মানবদরদী কবি সারা জীবন ধরে মানবতাবাদ ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সাধনায় নিয়োজিত ছিলেন। তাঁদের কবিতা-গানে ছিল মানবতাবাদের জয়ধ্বনি। আজ যদি আমরা 'জাতের নামে বজ্জাতি,' সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ এই সমস্ত সঙ্কীর্ণ কুপ্রবৃত্তি থেকে মুক্ত হতে না পারি তবে এঁদের প্রতি দেখানো হবে আমাদের অশ্রদ্ধা ও অবহেলা। রবীন্দ্র-নজরুল চর্চার মূল্যায়ন অনুষ্ঠান মঞ্চেই সীমিত থাকবে; জনমানসে তার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়বে না।

মণি সেন

আত্মশক্তি রোগ প্রতিরোধে সক্ষম আন্ত্রিকরোগ

সনৎকুমার ব্যানার্জী

মানুষের জীবনযাত্রা যত বেশী আধুনিক হচ্ছে, তত বেশী অসুখ-বিসুখ তাকে আক্রমণ করে পর্য্যুদস্ত করতে চাচ্ছে। এটাই স্বাভাবিক। কেননা নিউটন সূত্র অনুযায়ী 'Every action has its equal and opposite reaction' তাই প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষ যতটুকু এগুচ্ছে, প্রকৃতিও ঠিক ততটুকুই আঘাত হানছে মানুষের উপর। ফলে তার জীবনীশক্তির উপর প্রচণ্ড চাপ পড়ছে ও জীবনীশক্তি বার বার বিপর্য্যস্ত হ'য়ে রোগের শিকার হচ্ছে। জীবনীশক্তির দুর্ব্বলতাই রোগ। জীবনীশক্তি যদি সতেজ থাকে তবে রোগও কম আক্রমণ করে। প্রকৃতির কোলে লালিত পালিত পশু পক্ষী ও বন্য মানুষ রোগে আক্রমিত হয় কম। আবার যে সমস্ত জীব মাংসভোজী নয় তাদের জীবনীশক্তি বেশী সতেজ ও তারা বাঁচেও বেশী দিন। সে কারণেই আজকের এই বৈজ্ঞানিক, বিশেষ করে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির যুগেও যান্ত্রিক সভ্যতার উপর নির্ভরশীল মানবগোষ্ঠীকে ভয়ঙ্কর 'আন্ত্রিক' রোগের শিকার হ'য়ে পরাভব স্বীকার করতে হচ্ছে। কিন্তু সত্যই কি এ রোগ খুবই ভয়ঙ্কর, তার প্রতিরোধ কি অসাধ্য? না, তা কিন্তু নয়। আন্ত্রিক রোগ নূতন কোন রোগ নয়। এ রোগ পুরাতন। কিন্তু এর আঘাত এসেছে নববলে বলীয়ান হয়ে দুর্ব্বল জীবনীশক্তিহীন প্রকৃতির বিরুদ্ধাচারী, সকল পুরাতন ব্যবস্থার উপর অবিশ্বাসী মনা মানব জাতির উপর। তাই এ হয়ে উঠেছে বিভীষিকা, দুরারোগ্য। মহামারী হয়ে দাঁড়িয়েছে সামান্য আমাশয় ব্যাধি যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় দুর্ব্বলতর ব্যাধি বলে গণ্য ছিল। তাবলে আমরা প্রকৃতির সৃষ্টির মধ্যে সর্ব্বোত্তম জীব, বুদ্ধিতে তীক্ষ্ণ মানুষ কি হার মান্‌বো এই ব্যাধির কাছে? নিশ্চয়ই নয়। ধীসম্পন্ন মানুষ কখনই পরাজয় মানতে পারে না। তাকে জিততেই হবে। কিন্তু সেটা সম্ভব কেমন করে। ডাক্তার, কবিরাজ, হোমিওপ্যাথ যে যা বলুন, সেগুলি তো ওষুধ। কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে বাসকারী মানুষকে সর্ব্বপ্রথম পালন করতে হবে প্রাকৃতিক সুসামঞ্জস্যপূর্ণ নিয়মাবলী। যাতে প্রকৃতির ক্রোধ হবে সম্বরিত এবং তখন স্বাভাবিক ভাবেই রোগের আক্রমণাত্মক ভূমিকা শিথিল হয়ে দূরীভূত হবে মহামারী। প্রথমেই প্রয়োজন শরীর স্নিগ্ধকারী আহারের যাতে পাকস্থলী অযথা উত্তেজিত না হয়। গ্রহণ করতে হবে সুপাচ্য খাদ্য। উত্তেজক খাদ্য, অপাচ্য খাদ্য, মাংস, ডিম ইত্যাদি আহার কমাতে হবে। শীতল বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবহার বাড়াতে হবে। যেখানে বিশুদ্ধ জল পাওয়ার অসুবিধা আছে, সেখানে জলকে যে কোন জ্ঞাত পদ্ধতিতে পরিশুদ্ধ করে নিতে হবে। প্রাচীন পন্থামত কর্পূর, ফিটকারী (৩য় পৃঃ দ্রঃ)

রজত জয়ন্তী উৎসব

অরঙ্গাবাদ : স্থানীয় মৃণালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীর ৬০ বছর পূর্তি উৎসব সাড়ম্বরে পালিত হয়েছে গত ১১ থেকে ১৫ মে। এই উপলক্ষে নাটক, নৃত্যনাট্য, গাম্ভীরা গান এবং বহিরাগত শিল্পী সমন্বয়ে সঙ্গীতানুষ্ঠানে উৎসব স্থান মুখরিত হয়ে ওঠে। একটি স্মারক-গ্রন্থও প্রকাশ করা হয়। পুরোনো কর্মীদের পুরস্কার দেওয়া হয়।

রোগ প্রতিরোধে সক্ষম

(২য় পৃঃ পর)

কিংবা উত্তপ্ত জলকে শীতল করে পান করতে হবে। শরীর থেকে যে রক্ত তরলকারী লবণ এই গ্রীষ্মে ঘামের সঙ্গে নিঃশরিত হয়ে কমে যাচ্ছে তার পূরণের জন্য জলের সঙ্গে সামান্য লবণ ব্যবহার করা উচিৎ। আমাশয় প্রতিরোধকারী ভেষজ গুণসম্পন্ন দেশীয় শাকসব্জী যেমন, থানকুনী, গন্ধবাজলে পাতা খাদ্যে ব্যবহার করতে হবে। চিনি, লবণ ও লেবুর রসের সরবৎ মাঝে মধ্যে ব্যবহার করলে শরীর শীতল থাকবে। আহারের প্রাচুর্য্য হ্রাস করতে হবে। দেহ-মনের ক্ষতিকর জীবনীশক্তির প্রাচুর্য্যলাভের বাধাকর খোলা বাজারের কাটা ফলমূল ও ভাজা চপ, কাটলেট, সিঙ্গাড়া প্রভৃতি বর্জন করতে হবে। হাত, যে হাতে আমরা খাদ্য গ্রহণ করি তাকে সর্বদা মলিনতা মুক্ত রাখতে হবে। ভাল করে স্নান—বিশেষ করে অবগাহন স্নান করাও শরীরকে স্নিগ্ধ রাখতে সাহায্য করে, তাই স্নান করাও কর্তব্য। আর সব চেয়ে বড় কথা মনে রাখতে হবে আমি মানুষ বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন, বৃথা ভীতি আমার পক্ষে অনুচিত। সেজন্য অহেতুক ভীতগ্রস্ত হয়ে জীবনীশক্তিকে দুর্ব্বল করা চলবে না। মনে রাখবেন জীবনীশক্তি যদি সতেজ ও সজীব থাকে তবে কোন রোগই সহজে আক্রমণ করতে পারে না। জীবনীশক্তির হীনতাই রোগ। তাই মানসিক সাহস রোগ প্রতিরোধের প্রকৃষ্ট উপায়। সহজসাধ্য এই নিয়মগুলি পালন করে সকলে একযোগে ঐক্যবদ্ধভাবে এই রোগের প্রতিরোধ করতে হবে। এক কথায় মানুষকে জিততে হবে এবং বাঁচার জন্যই লড়াই-এ আত্মসমর্পণ চলবে না। যান্ত্রিকতার দাস হয়ে যে রোগের আমরা সৃষ্টি করেছি আত্মশক্তি ও পুরুষকারের সুবুদ্ধি ঘটিয়েই তার প্রতিকার করে মানুষের অগ্রগতিকে অপরাজেয় করে তুলতে হবে।

বিজ্ঞপ্তি

অতি উত্তম অবস্থায় নূতন বডি ও পারমেনেন্ট পারমিট সহ উপযুক্ত মূল্যে মুর্শিদাবাদের শ্রেষ্ঠ বাস রুটগুলি শীঘ্রই বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ করিবার স্থান শ্রীপ্রভাতেন্দু বাগচী 'মালতীকুঞ্জ' ১৫নং শ্রীবনবিহারী সেন রোড, পোষ্ট বহরমপুর জেলা মুর্শিদাবাদ ফোন—বহরমপুর—৬৮৯ পিন—৭৪২১০১

দেখা করিবার সময়—সকাল ৭টা হইতে ১০টা, বৈকাল—৩টা হইতে ৫টা।

১) রঘুনাথগঞ্জ হইতে মুরারই ভায়া মিত্রপুর—আন্তঃ জেলা WGQ 910

২) বহরমপুর হইতে মুরারই ভায়া রঘুনাথগঞ্জ—আন্তঃ জেলা WGQ 1194

৩) বহরমপুর হইতে রঘুনাথগঞ্জ ডবল ট্রিপ WGQ 937

৪) বহরমপুর—গাঁথলাঘাট—জঙ্গিপুর WGQ 962

শারীরিক অসুস্থতা ও দেখাশুনার অসুবিধার জন্য এই বিক্রয় পরিকল্পনা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে ডি এন কলেজের অধ্যক্ষ অনিলচন্দ্র গুহ এবং অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

প্রতিষ্ঠা উৎসব

সাগরদীঘি : বালিয়া রামানন্দ সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠা দিবস মহাসমারোহে পালিত হয়েছে। তদুপলক্ষে এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে শ্রীশ্রী ভগবানের লীলা কীর্ত্তন, নরনারায়ণ সেবা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

জমি বিক্রয়

১) লুটবাগান, পোঃ জঙ্গিপুর-এ অবস্থিত ১·৪৭ শতক (খং নং ৮২৬, ৮৩১, ৮৩৭, দাগ নং ১৪৯৩) মৌজা—জঙ্গিপুর পরগণা রুকুনপুর, ৭নং জঙ্গিপুর।

২) ছোটকালিয়ায় অবস্থিত—N. C. C. Shooting Range-এর মাঠ ৭২ শতক (খং নং ৫১, ৫২, দাগ নং ৯৩, ৯৪) মৌজা—জঙ্গিপুর পরগণা রুকুনপুর, ১৯নং ছোটকালিয়া।

৩) ছোটকালিয়ায় অবস্থিত খেলার মাঠের সংলগ্ন—৩৮ শতক জমি (খং নং ৬৫২, ৬৫৩, ৬৬৬, দাগ নং ৯২, ৯০, ৯১) বিক্রয় হইবে।

ক্রয়মূল্য উল্লেখ করিয়া—Lecturer-in-Charge, Jangipur College, P. O.—Jangipur, Dt. Murshidabad-এর নিকট সত্বর আবেদন/যোগাযোগ করুন।

19-5-84

K. Chatterjee
Lecturer-in-Charge
Jangipur College

Abridged tender notice no. 3 of '84-85 in respect of Ganga Anti Erosion Dn.

Sealed tenders are invited in WBF. No. 2908 from enlisted Class I Contractor of I & W. D. and bonafide outside contractors for supply of boulders detailed below by Executive Engineer, Ganga Anti Erosion Division, P. O. Raghunathganj, Dist. Murshidabad. The name of the work, estimated cost & earnest money are :—

1) Supply of boulders at Khandua. Gr. No. IV.
Rs. 10,11,375/- Rs. 20,000/-

Details regarding time allowed, tender documents & other particulars may be had from the above office upto 4-00 P.M. in any working days.

Last date of application for purchasing tender form is 20-6-84 upto 1-00 P.M.

Last date for receipt of tender is 22-6-84 upto 3-00 P.M.

Executive Engineer,
Ganga Anti Erosion Division.

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—৩২

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

বিজ্ঞপ্তি

জঙ্গিপুর প্রথম মুনসেফী আদালত
মোঃ নং—১৫৭/৮৩ অন্য।

বাদী : নুরুল ইসলাম পিং মৃত ইমাম সেখ সাং নূতন জয়রামপুর থানা রঘুনাথগঞ্জ জেলা মুর্শিদাবাদ ও আরও ৪ জন।

বনাম বিবাদী : নূতন জয়রামপুর গ্রামবাসীগণ পক্ষে মাতব্বর সিদ্দিক হোসেন পিং মৃত দোস্ত মহম্মদ সাং নূতন জয়রামপুর থানা রঘুনাথগঞ্জ জেলা মুর্শিদাবাদ ও আরও ৩৫ জন।

যেহেতু উপরোক্ত বাদীগণ নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তিতে স্বত্ব দাব্যস্ত পূর্ব্বক চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় নূতন জয়রামপুর গ্রামের গ্রামবাসীগণের বিরুদ্ধে ও নূতন জয়রামপুর গ্রামের জুম্মা মসজিদের বিরুদ্ধে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ১ অর্ডার ৮ রুল মতে representative capacity-তে মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন। অতএব এতদ্দ্বারা উক্ত গ্রামের গ্রামবাসী তথা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে জ্ঞাত করা যায় যে তাহারা যে কেহ ইচ্ছা করিলে উক্ত মোকর্দ্দমায় বিবাদী শ্রেণীভুক্ত হইয়া মোকর্দ্দমা contest করিতে পারেন। উক্ত মোকর্দ্দমার ধার্য্য দিন আগামী ইং ৫-১২-৮৩ তারিখে as asserting contest জন্য ধার্য্য হইয়াছে। উক্ত ধার্য্য দিনে আদালতে হাজির হইয়া উক্ত মোকর্দ্দমায় আবশ্যকীয় তদ্বিরাদি না করিলে আইন মোতাবেক মোকর্দ্দমার শুনানী ও নিষ্পত্তি করা হইবে।

তপশীল চৌহদ্দি : জেলা মুর্শিদাবাদ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজা জোতকমল মধ্যে।

খং নং ৬৩৯, দাগ নং ৮৭৬, পরিমাণ ·৬৩ শতক মধ্যে পূর্ব্বাংশে ·০৩ শতক বাদে ·৬০ শতক।

খং নং ২৪৪, দাগ নং ৮৭৮, পরিমাণ ·১৬ শতক মধ্যে পশ্চিমাংশের ·০৬ শতক বাদে পূর্ব্বাংশের ·১০ শতক

খং নং ২৪৫, দাগ নং ৮৭৯, পরিমাণ ·২০ শতক মধ্যে পশ্চিমাংশে ·১০ শতক বাদে দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে ·১০ শতক

খং নং ৩২৮, দাগ নং ৮৭৫, পরিমাণ ·১৯ শতক মধ্যে উত্তরাংশের ·০৯ শতক বাদে দক্ষিণাংশে ·১০ শতক।

দাগ নং ৮৮৯, পশ্চিমাংশে ·৩০ শতক।

By order of the Court
Sheristadar
Munsif Ist Court
22-5-84 Jangipur

অনুদানে বঞ্চিত

(১ম পৃঃ পর)

আজকের এই অনুদানবণ্টন অনুষ্ঠানে লালবাগ, কান্দী ও বহরমপুরের ১০ জন শিল্পীকে ৫ শো টাকা করে এবং ৩টি লোকসংস্থাকে ১ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়। অনুদান প্রদান করেন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জেলাসচিব মৃগাঙ্ক চৌধুরী। এই অনুদান প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত লোকশিল্পীরা তাদের লোকশিল্প পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেন জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ। এ দিকে 'জঙ্গিপুরের লোকশিল্পীরা সাহায্য চেয়ে আবেদন করেননি' জেলা তথ্য অফিসারের এই মন্তব্য সম্পর্কে এখানে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। জানা গেছে, সরকারীভাবে ঘোষণা হওয়ার পর বহু শিল্পীই নির্দ্দিষ্ট ঠিকানায় সাহায্য চেয়ে আবেদন পত্র পাঠিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত সংবাদ পরবর্ত্তীতে প্রকাশ করা হবে।

চোরাকারবারীদের স্বর্গরাজ্য

(১ম পৃঃ পর)

পরে কাসটমস্ ও বি এস এফ বাহিনী যৌথভাবে হানা দিয়ে প্রচুর টাকার বিদেশী মাল উদ্ধার করে। তার মধ্যে সতের হাজার সাতশো টাকার চার ড্রাম তেল নিলাম ডাকে বিক্রী করা হয়। বাকী কয়েক লক্ষ টাকার মাল কাসটমস্ দল কৃষ্ণনগরে নিয়ে যায়। ধুলিয়ান বর্তমানে চোরাকারবারীদের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠেছে। যেভাবে প্রকাশ্যে বেপরোয়াভাবে চোরাকারবার এবং বিদেশী লোকের আসা যাওয়া চলছে তাতে সাধারণ মানুষ নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন। আর প্রশাসন সবকিছু দেখেও চুপচাপ।

স্বামীকে কোতল করে

(১ম পৃঃ পর)

দিয়ে দূরে গঙ্গার স্রোতে ঠেলে ভাসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। গ্রামবাসীরা ঘটনাটি লক্ষ্য করে ফড়িংকে আটকায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেখান থেকে সে পালিয়ে যায়। পুলিশ ফড়িংসহ ৩ জনকে এই হত্যাপরাধে খুঁজছে। এদের মধ্যে ফড়িং-এর বৌও রয়েছে। পুলিশের মতে, নিছক সম্পত্তির লোভেই এই নৃশংস খুন। এদিকে রাবেয়া জঙ্গিপুর আদালতে হাজির হয়ে বিচারপতি নেপাল মণ্ডলের সামনে একটি স্বীকারোক্তি দিয়েছে বলে জানা গেছে। তাতে সে তার স্বামীকে খুনের ব্যাপারে ভাসুরসহ কয়েকজনের নাম করেছে বলে প্রকাশ।

আদালতে চাঞ্চল্য

(১ম পৃঃ পর)

প্রথম মুনসেফ অলক দাসকেও আদালতেরই একদল কর্মচারীর হাতে হেনস্থা হতে হয়েছে। কর্মচারীরা তাঁর চেম্বারে ঢুকে নানা ধরনের কটুক্তি করেন। কর্মীদের অশালীন কথাবার্তার প্রতিবাদ করলে তীব্র বচসার সৃষ্টি হয়। জানা গেছে, আদালত চত্বরে একটি তালগাছ ও পুকুরের ভোগ-দখলের অধিকার নিয়ে মতান্তরের ফলেই এই ঘটনা ঘটে।

এ সি সি

আপনাদের পরিচিত ডিলারের নিকট হইতে আসল এ সি সি সিমেন্ট ক্রয় করুন। ক্যাশ মেমো ছাড়া সিমেন্ট ক্রয় করিবেন না। নকল সিমেন্ট হইতে সতর্ক থাকুন!

ষ্টকিষ্ট : দীপককুমার আরুকিয়া
রঘুনাথগঞ্জ
C/o পাতিয়া আগরওয়ালা
ফোন : রঘু ৩৩

জনপ্রিয় "রাকেশ" ব্রাণ্ডের ইট ব্যবহার করুন।

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন: জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

দুর্গাপুর সিমেন্ট ওয়ার্কস এর উন্নত মানের এবং নির্ভরযোগ্য ফ্রি সেল দুর্গাপুর সিমেন্ট আপনার চাহিদা মতো এখন রঘুনাথগঞ্জেও পাবেন।
একমাত্র পরিবেশক :—
এম, এল, মুন্দ্রা
পাকুড়তলা, রঘুনাথগঞ্জ
(বন্ধু সমিতি ক্লাবের পার্শ্বে)
হেডঅফিস : সাহেবগঞ্জ, জঙ্গিপুর

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

ফোন : ১১৫

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড
মিরাপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।